রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, আগস্ট ১৪, ২০২৪

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২০ আষাঢ়, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/৪ জুলাই, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ২৬৬-আইন/২০২৪।—টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৮ নং আইন) এর ধারা ২৭ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।**—(১) এই প্রবিধানমালা টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কর্মচারী) অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল ও আনুতোষিক তহবিল প্রবিধানমালা, ২০২৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই প্রবিধানমালা, প্রেষণে বা সংযুক্তিতে নিয়োজিত কর্মচারী অথবা সম্পূর্ণ অস্থায়ী, খন্ডকালীন ও দৈনিক ভিত্তিক নিয়োজিত কর্মচারী অথবা আউটসোর্সিং বা চুক্তিভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মচারী ব্যতীত, কর্তৃপক্ষের সকল কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

মূল্য : টাকা ২৪.০০

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়,—

(ক) "**অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল**" অর্থ প্রবিধান ৩ এর অধীন গঠিত টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কর্মচারী) অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল;

(খ) **"আইন"** অর্থ টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৮ নং আইন);

(গ) **"আনুতোষিক"** অর্থ আনুতোষিক তহবিল হইতে প্রাপ্য অর্থ;

(ঘ) "**আনুতোষিক তহবিল**" অর্থ প্রবিধান ৪ এর অধীন গঠিত টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কর্মচারী) আনুতোষিক তহবিল;

(ঙ) **"উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ"** অর্থ এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, কোনো নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পাদনের জন্য চেয়ারম্যান অথবা তদ্‌কর্তৃক মনোনীত কোনো কর্মকর্তা;

(চ) **"কর্তৃপক্ষ"** অর্থ আইনের ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ;

(ছ) **"কর্মচারী"** অর্থ কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষণিক কোনো কর্মকর্তা ও কর্মচারী;

(জ) **"চাঁদা"** অর্থ প্রবিধান ৩ এর দফা (ক) এর অধীন কর্মচারীগণ কর্তৃক অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা;

(ঝ) **"চাঁদাদাতা"** অর্থ অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদানকারী কোনো কর্মচারী;

(ঞ) **"চেয়ারম্যান"** অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (৪) এ সংজ্ঞায়িত চেয়ারম্যান;

(ট) **"ট্রাস্টি"** অর্থ প্রবিধান ৫ এর অধীন গঠিত ট্রাস্টি বোর্ডের কোনো সদস্য;

(ঠ) **"তহবিল"** অর্থ প্রবিধান ৩ এর অধীন গঠিত টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কর্মচারী) অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল বা, ক্ষেত্রমত, প্রবিধান ৪ এর অধীন গঠিত টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কর্মচারী) আনুতোষিক তহবিল;

(ড) **"নির্ভরশীল ব্যক্তি"** অর্থ চাঁদাদাতার পরিবারের কোনো সদস্য, পিতা, মাতা, অপ্রাপ্তবয়স্ক ভাই, অবিবাহিতা বোন, মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী বা স্ত্রীগণ এবং পিতা-মাতা জীবিত না থাকিলে পিতামহ ও পিতামহী;

(ঢ) **"পরিবার"** অর্থ—

(অ) কর্মচারী পুরুষ হইলে, তাহার স্ত্রী, সন্তান-সন্ততিগণ এবং তাহার মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিগণ, অথবা উক্ত স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিগণের অর্বতমানে উক্ত কর্মচারীর বৈধ উত্তরাধিকারীগণ:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোনো কর্মচারী প্রমাণ করিতে পারেন যে, আদালতের আদেশ অনুসারে তিনি ও তাহার স্ত্রী আলাদাভাবে বসবাস করেন অথবা তাহার স্ত্রী প্রচলিত আইন অনুসারে খোরপোশ লাভের অধিকারী নহেন, তাহা হইলে উক্ত স্ত্রীকে পরিবারভুক্ত করিবার জন্য উক্ত কর্মচারী কর্তৃক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে ইচ্ছা প্রকাশ না করা পর্যন্ত, উক্ত স্ত্রী এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, পরিবারভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন না; এবং

(আ) কর্মচারী মহিলা হইলে, তাহার স্বামী, সন্তান-সন্ততিগণ এবং তাহার মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিগণ অথবা উক্ত স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিগণের অর্বতমানে উক্ত কর্মচারীর বৈধ উত্তরাধিকারীগণ:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো মহিলা কর্মচারী তাহার স্বামীকে এই প্রবিধানমালার অধীন কোনো সুবিধা পাইবার ক্ষেত্রে তাহার পরিবারভুক্ত না করিবার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকিলে, উহার বিপরীত ইচ্ছা প্রকাশ না করা পর্যন্ত, উক্ত স্বামী এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, পরিবারভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন না;

(ণ) **"ফরম"** অর্থ এই প্রবিধানমালার কোনো ফরম; এবং

(ত) **"বৎসর"** অর্থ ১ জুলাই তারিখ হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী ৩০ জুন তারিখ পর্যন্ত।

(২) এই প্রবিধানমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি, আইন এবং টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৮ এ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তহবিল

৩। **অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল গঠন।**—এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষ, নিম্নবর্ণিত উৎসসমূহ হইতে প্রাপ্ত অর্থ সমন্বয়ে টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কর্মচারী) অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল নামে একটি তহবিল গঠন করিবে, যথা:—

(ক) প্রবিধান ১০ এর অধীন কর্মচারীগণ কর্তৃক অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা;

(খ) প্রবিধান ১১ এর অধীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে প্রদত্ত অনুদান:

(গ) দফা (ক) ও (খ) এর অধীন জমাকৃত অর্থের উপর প্রাপ্ত মুনাফা; এবং

(ঘ) দফা (ক), (খ) ও (গ) এর অধীন জমাকৃত অর্থ বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত আয়।

৪। **আনুতোষিক তহবিল গঠন।**—এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষ, নিম্নবর্ণিত উৎসসমূহ হইতে প্রাপ্ত অর্থ সমন্বয়ে টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কর্মচারী) আনুতোষিক তহবিল নামে একটি তহবিল গঠন করিবে, যথা:—

(ক) প্রবিধান ২১ এর অধীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আনুতোষিক তহবিলে প্রদত্ত জমা;

(খ) দফা (ক) এর অধীন জমাকৃত অর্থের উপর প্রাপ্ত মুনাফা; এবং

(গ) দফা (ক) ও (খ) এর অধীন জমাকৃত অর্থ বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত আয়।

তৃতীয় অধ্যায়

ট্রাস্টি বোর্ড গঠন, কার্যাবলি ও তহবিল ব্যবস্থাপনা, ইত্যাদি

৫। **ট্রাস্টি বোর্ড গঠন।**—(১) তহবিল পরিচালনার জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) কর্তৃপক্ষের সদস্য (অর্থ), পদাধিকারবলে, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) কর্তৃপক্ষের পরিচালক (প্রশাসন), পদাধিকারবলে;

(গ) কর্তৃপক্ষের উপপরিচালক (প্রশাসন), পদাধিকারবলে;

(ঘ) চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত ৯ম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মচারীদের মধ্য হইতে ১ জন প্রতিনিধি;

(ঙ) চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত ৯ম গ্রেডের নিম্নের কর্মচারীদের মধ্য হইতে ১ জন প্রতিনিধি; এবং

(চ) কর্তৃপক্ষের সহকারী পরিচালক (হিসাব), পদাধিকারবলে, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর দফা (ঘ) বা (ঙ) এর অধীন মনোনীত কোনো সদস্য ট্রাস্টি বোর্ডের প্রথম সভার তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন, এবং মেয়াদ পূর্তির পূর্বে তিনি সভাপতি বরাবর লিখিতভাবে পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন গঠিত ট্রাস্টি বোর্ডের কোনো সদস্য বদলি হইলে অথবা বরখাস্ত হইলে অথবা মারা গেলে অথবা তাহার দাপ্তরিক দায়িত্ব বা পদ হইতে অপসারিত হইলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অথবা বিকল্প কর্মকর্তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য হিসাবে স্থলাভিষিক্ত হইবেন।

৬। **ট্রাস্টি বোর্ডের ক্ষমতা ও কার্যাবলি।**—ট্রাস্টি বোর্ডের ক্ষমতা ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) এই প্রবিধানমালার বিধান অনুসারে তহবিলের অর্থের ব্যাংক হিসাব ও বিনিয়োগ পরিচালনা এবং উহার যথাযথ ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(খ) প্রবিধান ৭ এর বিধান অনুসারে তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(গ) তহবিলের আয় ও ব্যয়ের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঘ) প্রতি বৎসর জুলাই মাসে তহবিলের পূর্ববর্তী বৎসরের আয়, ব্যয়, বিনিয়োগ ও হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিয়া কর্তৃপক্ষের পরিচালনা পর্ষদের নিকট প্রতিবেদন উপস্থাপন;

(ঙ) এই প্রবিধানমালার বিধান অনুসারে দাবিসমূহ পরিশোধের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(চ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশ অনুসারে এই প্রবিধানমালার অধীন প্রদেয় ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি যথাশীঘ্র সম্ভব পরিশোধকরণ; এবং

(ছ) উপরি-বর্ণিত কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যক্রম গ্রহণ।

৭। **তহবিলে অর্থ জমা, হিসাবরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা।**—(১) তহবিলের অর্থ বাংলাদেশি টাকায় সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং ইহা বাংলাদেশে প্রদেয় হইবে।

(২) চাঁদা প্রদান ও অর্থের হিসাব পূর্ণ টাকায় হইবে।

(৩) ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি ও সদস্য-সচিবের যৌথ স্বাক্ষরে তহবিলের ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হইবে।

(৪) ট্রাস্টি বোর্ড তহবিলের অর্থ এইরূপভাবে বিনিয়োগ করিবে যাহাতে উক্ত বিনিয়োগ হইতে সম্ভাব্য সর্বাধিক আয় হয় এবং এতদুদ্দেশ্যে ট্রাস্টি বোর্ড তহবিলের সম্পূর্ণ বা আংশিক অর্থ কোনো তফসিলি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী আমানতে বা সঞ্চয়ী হিসাবে জমা রাখিতে বা কোনো লাভজনক সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—এই উপ-প্রবিধানের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, **"তফসিলি ব্যাংক"** অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (President's Order No. 127 of 1972) এর Article 2 এর clause (j) এ সংজ্ঞায়িত Scheduled Bank।

(৫) ট্রাস্টি বোর্ড কোনো স্বীকৃত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ফার্ম দ্বারা উভয় তহবিলের হিসাব বিবরণী নিরীক্ষাপূর্বক পৃথক পৃথক নিরীক্ষা প্রতিবেদনের অনুলিপি কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবে।

(৬) উপ-প্রবিধান (৫) এর অধীন নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে, উক্ত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ফার্ম তহবিলের সকল নথি, খাতাপত্র, কাগজপত্র, হিসাব এবং দলিলাদি পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করিতে পারিবে।

৮। **ট্রাস্টি বোর্ডের সভা।**—(১) ট্রাস্টি বোর্ডের সভা সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান, সময় ও তারিখে অনুষ্ঠিত হইবে, তবে প্রতি বৎসর অন্যূন ৩ (তিন)টি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) সভাপতি ট্রাস্টি বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে তাহার অনুপস্থিতিতে চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত ট্রাস্টি বোর্ডের কোনো সদস্য ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় কোরামের জন্য অন্যূন ৪ (চার) জন সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতুবি সভার ক্ষেত্রে কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৪) প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোটাধিকার থাকিবে এবং উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তবে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

৯। **ট্রাস্টিগণের পারিতোষিক।**—ট্রাস্টিগণ তহবিল পরিচালনার জন্য কোনো পারিতোষিক বা সম্মানী পাইবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে, ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় যোগদানের জন্য ট্রাস্টিগণ প্রচলিত বিধি মোতাবেক অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত হারে সম্মানী প্রাপ্য হইবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদান, মুনাফা, অগ্রিম উত্তোলন, ইত্যাদি

১০। **সদস্যদের চাঁদা।**—(১) প্রত্যেক কর্মচারী কর্তব্যরত থাকা অবস্থায় অথবা প্রেষণে অথবা বৈদেশিক চাকরিতে থাকা অবস্থায় প্রতি মাসে মূল বেতনের সর্বোচ্চ ১০% (দশ শতাংশ) অর্থ তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবেন।

(২) কোনো চাঁদাদাতা তহবিলে যোগদানের সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষ তাহার নামে একটি নূতন হিসাব নম্বর প্রদান করিবে এবং প্রত্যেকবার চাঁদা প্রদানের সময় উক্ত হিসাব নম্বর উল্লেখ করিতে হইবে।

(৩) ছুটিতে থাকাকালে চাঁদা প্রদান না করিবার জন্য কোনো চাঁদাদাতা তাহার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারিবেন এবং এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিবার ক্ষেত্রে চাঁদাদাতা—

(ক) নিজে বেতন উত্তোলনের ক্ষমতাসম্পন্ন কর্মচারী হইলে, ছুটিতে যাইবার পরে প্রথম বেতন বিল হইতে চাঁদা বাবদ কোনো অর্থ কর্তন করিবেন না; এবং

(খ) নিজে বেতন উত্তোলনের ক্ষমতাসম্পন্ন কর্মচারী না হইলে, ছুটিতে যাইবার পূর্বেই ছুটিকালীন চাঁদা কর্তন না করিবার জন্য চেয়ারম্যান বরাবর লিখিত আবেদন করিবেন।

(৪) উপ-প্রবিধান (৩) এর অধীন কোনো ইচ্ছা প্রকাশ করিলে উহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে, তবে চাঁদাদাতা উক্তরূপ কোনো ইচ্ছা প্রকাশ না করিলে চাঁদা প্রদান করিবেন বলিয়া গণ্য হইবে।

১১। **কর্তৃপক্ষের অনুদান।**—কর্তৃপক্ষ প্রতি মাসে প্রত্যেক চাঁদাদাতার হিসাবে নিম্নবর্ণিত শর্তে নিম্নবর্ণিত পরিমাণ অর্থ অনুদান প্রদান করিবে, যথা:—

(ক) Contributory Provident Fund Rules, 1979 এর rule II (2) অনুযায়ী উক্ত অনুদানের অর্থ চাঁদাদাতার মূল বেতনের ৮.৩৩% (আট দশমিক তিন তিন শতাংশ) হইবে এবং এতদ্‌বিষয়ে সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারীকৃত আদেশ, নির্দেশ, পরিপত্র ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিধি-বিধান অনুসরণ করিতে হইবে; এবং

(খ) কোনো চাঁদাদাতা প্রেষণে বা বৈদেশিক চাকরিতে নিযুক্ত হইলে, তিনি কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে কোনো অনুদান পাইবেন না।

১২। **চাঁদার হার নির্ধারণ, ইত্যাদি।**—(১) কোনো চাঁদাদাতা নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে, তাহার চাঁদার পরিমাণ নির্ধারণ করিতে পারিবেন, যথা:—

(ক) চাঁদাদাতার ৩০ জুন তারিখে মূল বেতনের সর্বোচ্চ ১০% (দশ শতাংশ);

(খ) চাঁদাদাতা উক্ত তারিখে ছুটিতে থাকিলে এবং ছুটিকালীন চাঁদা কর্তন না করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে অথবা উক্ত সময়ে তিনি সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকিলে, কর্মে যোগদানের তারিখের মূলবেতন তাহার বেতন হিসাবে গণ্য হইবে;

(গ) চাঁদাদাতা উক্ত তারিখে প্রেষণে বা বৈদেশিক চাকরিতে কর্মরত থাকিলে অথবা ছুটিতে থাকিলে এবং ছুটিকালীন চাঁদা কর্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি কর্তৃপক্ষে কর্মরত থাকিলে তাহার যে মূলবেতন হইতো উহাই তাহার বেতন হিসাবে গণ্য হইবে; এবং

(ঘ) চাঁদাদাতা ৩০ জুনের পরবর্তী কোনো তারিখে প্রথমবারের মত তহবিলে যোগদান করিলে, তহবিলে যোগদানের তারিখের বেতন চাঁদা নির্ধারণের জন্য তাহার বেতন হিসাবে গণ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, চাঁদাদাতার বেতন হ্রাস বা বৃদ্ধি হইলে কর্তৃপক্ষ যেরূপে নির্দেশ প্রদান করিবে সেইরূপে তাহার চাঁদার হার নির্ধারণ করা হইবে।

(২) চাঁদাদাতা প্রতি বৎসর নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে কর্তৃপক্ষের হিসাব শাখাকে তাহার মাসিক চাঁদার হার সম্পর্কে অবহিত করিবেন, যথা:—

(ক) বিগত বৎসরের ৩০ জুন তারিখে কর্তব্যরত থাকিলে উক্ত মাসের বেতন বিল হইতে চাঁদা কর্তনের মাধ্যমে;

(খ) বিগত বৎসরের ৩০ জুন তারিখে ছুটিতে থাকিলে এবং ছুটিকালীন চাঁদা কর্তন না করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে অথবা উক্ত তারিখে সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকিলে কর্মে যোগদানের পর প্রথম বেতন বিল হইতে চাঁদা কর্তনের মাধ্যমে;

(গ) প্রথমবারের মত তহবিলে যোগদান করিলে, যোগদানের মাসের বেতন বিল হইতে চাঁদা কর্তনের মাধ্যমে; এবং

(ঘ) বিগত বৎসরের ৩০ জুন তারিখে প্রেষণে বা বৈদেশিক চাকরিতে কর্মরত থাকিলে, চলতি বৎসরের জুলাই মাসের চাঁদা তহবিলে জমা প্রদানের মাধ্যমে।

(৩) চাঁদাদাতা কর্তৃক কোনো বৎসরের জন্য নির্ধারিত চাঁদা উক্ত বৎসরের অবশিষ্ট সময়ের জন্য অপরিবর্তিত থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, চাঁদাদাতা কোনো মাসের অংশবিশেষ ছুটি কাটাইলে এবং ছুটিকালীন সময়ে চাঁদা কর্তন না করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, সংশ্লিষ্ট মাসের অবশিষ্ট চাকরিকালীন তিনি আনুপাতিক হারে চাঁদা প্রদান করিতে পারিবেন।

১৩। **চাঁদা আদায়**।- (১) প্রদেয় চাঁদা, বেতন গ্রহণকালে চাঁদাদাতার বেতন হইতে, কর্তনের মাধ্যমে আদায় করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো চাঁদাদাতা প্রেষণ বা বৈদেশিক চাকরির কারণে অন্য কোনো উৎস হইতে বেতন গ্রহণ করিলে সংশ্লিষ্ট চাঁদাদাতাকে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রদেয় চাঁদা জমা প্রদান করিতে হইবে।

(২) কোনো চাঁদাদাতা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ হইতে চাঁদা প্রদান না করিয়া থাকিলে তাহার বকেয়া চাঁদার মোট অর্থ, মুনাফাসহ, তহবিলে জমা প্রদান করিতে হইবে, অন্যথায় চেয়ারম্যান তাহার বেতন হইতে কিস্তির মাধ্যমে বা অন্যরূপে উক্ত অর্থ আদায়ের জন্য নির্দেশ প্রদান করিবেন, তবে অগ্রিম প্রদানের ক্ষমতাসম্পন্ন কর্মচারী, বিশেষ কারণে, উক্ত অর্থ প্রদানের জন্য কিস্তি মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

(৩) কর্তৃপক্ষ চাঁদাদাতার নিকট হইতে প্রেষণ বা বৈদেশিক চাকরিতে থাকাকালীন প্রদানযোগ্য চাঁদা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১৪। **মুনাফা**।—(১) কর্তৃপক্ষ তহবিলের হিসাবে বাৎসরিক অর্জিত মুনাফা ও অন্যান্য আয়ের ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে প্রত্যেক চাঁদাদাতাকে তাহার অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলের হিসাবে জমাকৃত চাঁদার উপর মুনাফা প্রদান করিবে।

(২) জমাকৃত অর্থের উপর ৩০ জুন তারিখে সংশ্লিষ্ট হিসাবে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে মুনাফা প্রদান করা হইবে, যথা:-

(ক) পূর্ববর্তী বৎসরের শেষ দিন পর্যন্ত চাঁদাদাতার হিসাবে জমাকৃত অর্থ হইতে চলতি বৎসরে উত্তোলিত অর্থ কর্তন করিয়া অবশিষ্ট অর্থের উপর ১২ (বারো) মাসের মুনাফা;

(খ) চলতি বৎসরে অগ্রিম হিসাবে উত্তোলিত অর্থের উপর চলতি বৎসরের প্রথম মাস হইতে যে মাসে উত্তোলন করা হইয়াছে সেই মাসের পূর্ববর্তী মাসের শেষ দিন পর্যন্ত মুনাফা; এবং

(গ) চলতি বৎসরে চাঁদাদাতার হিসাবে বিভিন্ন মাসে জমাকৃত অর্থের উপর জমা প্রদানের তারিখ হইতে চলতি বৎসরের শেষ দিন পর্যন্ত সময়ের জন্য মুনাফা।

(৩) বেতন হইতে চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে, যে মাসে চাঁদা আদায় করা হইয়াছে সেই মাসের প্রথম তারিখে উহা জমা হিসাবে গণ্য করা হইবে এবং চাঁদাদাতা কর্তৃক চাঁদা জমার ক্ষেত্রে যদি কর্তৃপক্ষের হিসাব শাখা কর্তৃক উহা মাসের ৫ (পাঁচ) তারিখের মধ্যে গৃহীত হয়, তবে যে মাসের জন্য গৃহীত হইবে সেই মাসের প্রথম দিন জমা হিসাবে গণ্য করা হইবে, কিন্তু যদি উহা ৫ (পাঁচ) তারিখের পর গৃহীত হয়, তবে পরবর্তী মাসের প্রথম দিন হইতে জমা হিসাবে গণ্য করা হইবে।

(৪) প্রবিধান ১৯ এর অধীন প্রদেয় অর্থ এবং উক্ত অর্থের উপর প্রদানকৃত মাসের পূর্ববর্তী মাসের শেষ দিন পর্যন্ত প্রাপ্য ব্যক্তিকে মুনাফা প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য-সচিব সংশ্লিষ্ট কর্মচারী বা তাহার মনোনীত কোনো ব্যক্তিকে জমাকৃত অর্থ নগদে পরিশোধের বিষয়টি অবহিত করিলে অথবা উক্ত কর্মচারীকে ডাকযোগে ক্রস চেক প্রেরণ করিলে, যে তারিখে তাহাকে অবহিত করা হইয়াছে বা ক্রস চেকটি ডাকযোগে প্রেরণ করা হইয়াছে, সেই তারিখের পূর্ববর্তী মাসের শেষ দিন পর্যন্ত মুনাফা প্রদানযোগ্য হইবে।

(৫) চাঁদাদাতা মুনাফা গ্রহণ না করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য-সচিবকে লিখিতভাবে অবহিত করিলে, তাহার হিসাবে মুনাফা জমা করা হইবে না, কিন্তু তিনি তৎপরবর্তী সময়ে মুনাফা দাবি করিলে, যে বৎসরে মুনাফা দাবি করা হইবে, সেই বৎসরের ১ জুলাই তারিখ হইতে মুনাফা জমা করা হইবে এবং প্রদেয় মুনাফা চাঁদাদাতার হিসাবে পূর্বে জমা হইলেও তাহার মুনাফা পরিহার করিবার লিখিত অবহিতকরণের ফলে প্রদত্ত মুনাফা তাহার হিসাবে ডেবিট এবং তহবিল ক্রেডিটকরণের মাধ্যমে সমন্বয় করা হইবে।

(৬) এই প্রবিধানমালার অধীন জমাকৃত অর্থের উপর যে মুনাফা চাঁদাদাতার জমার সহিত একীভূত হইবে সেই একীভূত অর্থের উপর উপ-প্রবিধান (১) মোতাবেক নির্ধারিত হারে মুনাফা প্রদান করা হইবে।

১৫। **অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলের জন্য মনোনয়ন**।- (১) অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে যোগদানকালে প্রত্যেক চাঁদাদাতা ফরম-১ এ চেয়ারম্যান বরাবর এই মর্মে মনোনয়নপত্র দাখিল করিবেন যে, তহবিলে তাহার হিসাবে জমাকৃত অর্থ প্রদেয় হইবার পূর্বেই তাহার মৃত্যু হইলে অথবা অর্থ প্রদেয় হইয়াছে কিন্তু প্রাপ্তির পূর্বেই তাহার মৃত্যু হইলে উক্ত মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ তহবিলে তাহার হিসাবে জমাকৃত অর্থ উত্তোলন করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, মনোনয়নকালে চাঁদাদাতার পরিবার থাকিলে, তিনি তাহার পরিবারের সদস্যের বাহিরে অন্য কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে মনোনীত করিতে পারিবেন না:

আরও শর্ত থাকে যে, মনোনয়নকালে চাঁদাদাতার পরিবার না থাকিলে, তিনি যেকোনো ব্যক্তিকে মনোনীত করিতে পারিবেন, কিন্তু যখনই তিনি পরিবারভুক্ত হইবেন তখনই পূর্বের মনোনয়ন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই ক্ষেত্রে একটি নূতন মনোনয়নপত্র চেয়ারম্যানের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর বিধান মোতাবেক কেহ একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করিয়া থাকিলে, প্রত্যেকের প্রাপ্য অনুপাত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে, তবে মনোনয়নপত্রে এইরূপ কোনো উল্লেখ না থাকিলে মনোনীত সকলেই সমহারে জমাকৃত অর্থ পাইবেন।

(৩) কোনো চাঁদাদাতা যে কোনো সময় চেয়ারম্যান বরাবর লিখিতভাবে ফরম-২ মোতাবেক নোটিশ প্রদান করিয়া তাহার মনোনয়ন বাতিল করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ নোটিশের সহিত উপ-প্রবিধান (১) অনুযায়ী একটি নূতন মনোনয়নপত্র দাখিল করিতে হইবে।

(৪) প্রত্যেকটি বৈধ মনোনয়নপত্র এবং বাতিলকরণের নোটিশ চেয়ারম্যান কর্তৃক গৃহীত হইবার দিন হইতে কার্যকর হইবে।

(৫) মনোনীত ব্যক্তি অপ্রাপ্তবয়স্ক হইলে তাহার পক্ষে তহবিলের অর্থ গ্রহণের জন্য একজন অভিভাবক নিয়োগ করিতে হইবে।

(৬) কোনো চাঁদাদাতা উপ-প্রবিধান (১) অনুসারে মনোনয়নপত্র জমা না দিয়া মৃত্যুবরণ করিলে তহবিলের অর্থ উত্তরাধিকারের প্রমাণপত্রের ভিত্তিতে উক্ত চাঁদাদাতার বৈধ উত্তরাধিকারীদেরকে সমহারে প্রদান করা হইবে।

১৬। **তহবিল হইতে অগ্রিম গ্রহণ**।- (১) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে, কেবল নিজস্ব চাঁদা ও উহার মুনাফা বাবদ জমাকৃত অর্থ হইতে চাঁদাদাতাকে অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে।

(২) এই প্রবিধানের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,-

(ক) গৃহ নির্মাণ ও বিশেষ বিবেচনা ব্যতিরেকে অন্যান্য ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান মঞ্জুরি প্রদান করিবেন; এবং

(খ) গৃহ নির্মাণ, বিশেষ বিবেচনা এবং অপরিশোধযোগ্য অগ্রিমের মঞ্জুরি উভয়ের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান মঞ্জুরি প্রদান করিবেন।

(৩) অগ্রিমের পরিমাণ ও প্রয়োজনীয়তা উল্লেখসহ অগ্রিমের জন্য ফরম-৩ এর নির্ধারিত ছকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করিতে হইবে।

(৪) আবেদনকারীর আবেদন তাহার অর্থনৈতিক অবস্থার সহিত সংগতিপূর্ণ এবং নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে অগ্রিমের অর্থ ব্যবহৃত হইবে মর্মে মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট সন্তোষজনক প্রতীয়মান হইলে অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে, যথা:-

(ক) আবেদনকারী বা তাহার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তির অসুস্থতার চিকিৎসা ও ব্যয়বহুল চিকিৎসার জন্য;

(খ) আবেদনকারী নিজের বা তাহার উপর নির্ভরশীল কোনো ব্যক্তির শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য;

(গ) আবেদনকারীর নিজের বা তাহার উপর নির্ভরশীল কোনো ব্যক্তির বিবাহ বা ধর্মীয় বা সামাজিক প্রথানুযায়ী অনুষ্ঠিতব্য কোনো অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহের জন্য;

(ঘ) বিবাহ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অথবা ধর্মীয় বা সামাজিক অনুষ্ঠানে, মর্যাদা অনুসারে, অবশ্য পালনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য;

(ঙ) জীবন বিমার কিস্তি প্রদানের জন্য;

(চ) বাসগৃহ নির্মাণ, বাসগৃহ নির্মাণের নিমিত্ত জমি বা ফ্ল্যাট ক্রয় অথবা বাসগৃহ মেরামতের জন্য বা এই উপ-প্রবিধানে বর্ণিত প্রয়োজনে, ব্যক্তিগতভাবে গৃহীত ঋণ পরিশোধের জন্য;

(ছ) মুসলিম চাঁদাদাতার ক্ষেত্রে প্রথমবার হজ্ব পালনের জন্য; এবং

(জ) মুসলিম চাঁদাদাতার ক্ষেত্রে স্ত্রীর দেনমোহরানা পরিশোধের জন্য।

(৫) ফ্ল্যাট ক্রয়, বাসগৃহ নির্মাণ ও বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত, আবেদনকারীর নিজস্ব চাঁদার হিসাবে জমাকৃত অর্থের ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) এর অধিক অর্থ অগ্রিম প্রদান করা যাইবে না এবং বিশেষ বিবেচনা ছাড়া প্রথম গৃহীত অগ্রিম ও উহার মুনাফা পরিশোধের ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে দ্বিতীয় অগ্রিম প্রদান করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে প্রথম অগ্রিম গ্রহণের সময় অগ্রিম প্রদানযোগ্য সম্পূর্ণ অর্থ গৃহীত না হইয়া থাকে, সেইক্ষেত্রে প্রথম অগ্রিম চালু থাকাকালে দ্বিতীয় অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে, তবে দ্বিতীয় অগ্রিমের পরিমাণ আবেদনকারীর দ্বিতীয় অগ্রিম প্রদানকালে তাহার নিজস্ব হিসাবে জমাকৃত অর্থের ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) এর অধিক হইবে না।

(৬) বিশেষ বিবেচনার কারণ উল্লেখ করিয়া চাঁদাদাতার নিজস্ব চাঁদার হিসাবে জমাকৃত অর্থের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ) পর্যন্ত অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে এবং একইসঙ্গে সর্বোচ্চ ৩ (তিন)টি অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে, প্রথম অগ্রিমের ৬ মাস পর ২য় অগ্রিম এবং ২য় অগ্রিম প্রাপ্তির ৬ মাস পর ৩য় অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে, সেইক্ষেত্রে ২য় বা ৩য় অগ্রিম মঞ্জুরের পূর্ববর্তী অগ্রিম গ্রহণের পরবর্তী মাসগুলোতে চাঁদাসহ কিস্তিতে অগ্রিম পরিশোধ নিয়মিত করিয়াছেন কিনা সেই বিষয়টিও বিবেচনায় লইতে হইবে।

(৭) উপ-প্রবিধান ৪ এর দফা (চ) এ উল্লিখিত বাসগৃহ নির্মাণ বা মেরামত এবং ফ্ল্যাট বা জমি ক্রয় সংক্রান্ত অগ্রিম নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে মঞ্জুর করা যাইবে, যথা:-

(ক) এইরূপ অগ্রিমের পরিমাণ চাঁদাদাতার নিজস্ব চাঁদার হিসাবে জমাকৃত অর্থের ৮০% (আশি শতাংশ) এর অধিক হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, বাসগৃহ মেরামতের জন্য অগ্রিম প্রদানের ক্ষেত্রে জমাকৃত অর্থের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ) এর অধিক অর্থ অগ্রিম হিসাবে প্রদান করা যাইবে না;

(খ) একই ভূমির উপর গৃহ নির্মাণের জন্য একাধিক অগ্রিম প্রদান করা যাইবে না, তবে প্রথম অগ্রিম মুনাফা-আসলে আদায় হইলে উক্ত গৃহ মেরামতের জন্য দ্বিতীয়বার অগ্রিম প্রদান করা যাইবে;

(গ) যে জমিতে বাসগৃহ নির্মাণ করিবার জন্য অগ্রিমের আবেদন করা হইতেছে তাহার মালিকানা সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করিতে হইবে; এবং

(ঘ) ঋণ পরিশোধের পূর্বে চাঁদাদাতা যদি সংশ্লিষ্ট জমিতে নির্মিত ফ্ল্যাট বা প্লট বিক্রয় করেন, তবে উক্তরূপ বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে গৃহীত অগ্রিম ও মুনাফার অর্থ তহবিলে জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৮) মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ অগ্রিম মঞ্জুরের কারণ এবং অগ্রিমের পরিমাণ মঞ্জুরি আদেশে উল্লেখ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, ঋণের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে অগ্রিমের কিস্তি কর্তনের পর চাঁদাদাতার প্রাপ্য বেতনের পরিমাণের উপর গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, চাঁদাদাতার হিসাবে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ হিসাব করিবার সময় যে মাসে অগ্রিম মঞ্জুর করা হইতেছে তাহার পূর্ববর্তী ৩ (তিন) মাসে জমাকৃত অর্থ হিসাব করা যাইবে না।

(৯) চাঁদাদাতার বয়স ৫২ (বায়ান্ন) বৎসর পূর্ণ হইলে মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত চাঁদাদাতাকে তহবিলে তাহার হিসাবে জমাকৃত অর্থ হইতে যে কোনো প্রকৃত প্রয়োজনে অফেরতযোগ্য অগ্রিম মঞ্জুর করিতে পারিবে, এবং এই ধরনের অগ্রিম মঞ্জুর করা হইলে চাঁদাদাতার নিকট হইতে উহা আদায় করা যাইবে না এবং উহা চূড়ান্ত পরিশোধের অংশ হিসাবে গণ্য হইবে।

(১০) অফেরতযোগ্য অগ্রিমের পরিমাণ অগ্রিম মঞ্জুরকালে চাঁদাদাতার নিজস্ব চাঁদার হিসাবে জমাকৃত অর্থের ৮০% (আশি শতাংশ) এর অধিক হইবে না এবং চাঁদাদাতা একাধিক অগ্রিম গ্রহণ করিয়া থাকিলেও তাহার নিজস্ব চাঁদার হিসাবে জমাকৃত অর্থের ৮০% (আশি শতাংশ) অফেরতযোগ্য অগ্রিম হিসাবে মঞ্জুর করা যাইবে।

(১১) চাঁদাদাতার বয়স ৫২ (বায়ান্ন) বৎসর হইলে গৃহীত এক বা একাধিক অগ্রিমকে তাহার ইচ্ছানুসারে অফেরতযোগ্য অগ্রিমে রূপান্তর করা যাইবে এবং উহা চূড়ান্ত পরিশোধের অংশ হিসাবে গণ্য হইবে।

১৭। **অগ্রিম ও উহার মুনাফা আদায়**।- (১) অফেরতযোগ্য অগ্রিম ব্যতীত অন্যান্য অগ্রিমের ক্ষেত্রে অগ্রিম মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ যত সংখ্যক কিস্তি নির্ধারণ করিবে, তত সংখ্যক মাসিক সমান কিস্তিতে উহা আদায়যোগ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, চাঁদাদাতার ইচ্ছা ব্যতীত এই কিস্তির সংখ্যা ১২ (বারো) এর কম এবং ৫০ (পঞ্চাশ) এর বেশি হইবে না।

(২) প্রবিধান ১৩ তে বর্ণিত চাঁদা আদায়ের পদ্ধতিতে অগ্রিমের অর্থ আদায় করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্লট বা জমি ক্রয় এবং গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে গৃহীত অগ্রিম ব্যতীত অন্যান্য অগ্রিম উহা গ্রহণের পরবর্তী পূর্ণ মাসের বেতন হইতে আদায় আরম্ভ করিতে হইবে।

(৩) গৃহ নির্মাণ, প্লট বা জমি ক্রয় অগ্রিমের ক্ষেত্রে, অগ্রিম গ্রহণের পরবর্তী দ্বাদশ মাসের বেতন হইতে বেতনের ১০% (দশ শতাংশ) হারে, তবে সর্বোচ্চ ১২০ (একশত বিশ) কিস্তিতে আদায় আরম্ভ করিতে হইবে।

(৪) চাঁদাদাতা ছুটিতে থাকিলে বা খোরাকি ভাতা (subsistence grant) পাইতে থাকিলে তাহার অনুমতি ব্যতীত অগ্রিম আদায় করা যাইবে না।

(৫) চাঁদাদাতাকে প্রদত্ত অগ্রিম আদায়কালে চাঁদাদাতার লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে, অগ্রিম মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ অগ্রিম আদায় সাময়িকভাবে সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর স্থগিত রাখিতে পারিবেন, তবে চাঁদাদাতা বার্ধক্যজনিত কারণে চাকরির শেষ প্রান্তে অবস্থান করিলে অগ্রিম মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ স্থগিত সময়কাল তাহার অবসর গ্রহণ পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারিবে।

(৬) গৃহীত অগ্রিমের আসল টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ করিবার পর অগ্রিম গ্রহণ ও তাহা পরিশোধিত হইবার মধ্যবর্তী সময়ের জন্য বার্ষিক ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে মাসিক ভিত্তিতে মুনাফা আদায় করা হইবে, তবে এইরূপ হিসাবকালে মাসের অংশ পূর্ণ মাস ধরা হইবে।

(৭) কোনো চাঁদাদাতা অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলের উপর কোনো মুনাফা গ্রহণ না করিলে তাহার ক্ষেত্রে, অগ্রিমের জন্য মুনাফা আদায় করা যাইবে না।

(৮) সাধারণত মূল অগ্রিম আদায়ের পরবর্তী মাসে এক কিস্তিতে মুনাফা আদায় করিতে হইবে, তবে মুনাফার পরিমাণ মূল অগ্রিম আদায়ের এক কিস্তির টাকা অপেক্ষা অধিক হইলে চাঁদাদাতার ইচ্ছা অনুসারে একাধিক মাসিক সমান কিস্তিতে আদায় করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ ক্ষেত্রে মুনাফা আদায়ে কিস্তির টাকার পরিমাণ মূল অগ্রিম আদায়ে কিস্তির টাকার পরিমাণ অপেক্ষা কম হইতে পারিবে না।

(৯) যদি চাঁদাদাতাকে কোনো অগ্রিম মঞ্জুর করা হইয়া থাকে এবং তিনি উহা উত্তোলন করিয়া থাকেন এবং পরবর্তীতে উহা পূর্ণ পরিশোধের পূর্বেই অগ্রিম বাতিল হইয়া যায়, তবে উত্তোলিত অগ্রিম বা উহার অপরিশোধিত অংশ এবং প্রবিধান ১৪ এর বিধান মোতাবেক প্রদেয় মুনাফা সঙ্গে সঙ্গে অংশ প্রদায়ক তহবিলে জমা প্রদান করিতে হইবে, অন্যথায় ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য-সচিব উক্ত চাঁদাদাতার বেতন হইতে কিস্তিতে অথবা মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ যেরূপে নির্দেশ প্রদান করিবে সেইরূপে উক্ত অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা করিবেন।

(১০) এই প্রবিধানের অধীন আদায়কৃত সকল অগ্রিম ও মুনাফার অর্থ চাঁদাদাতার নিজস্ব চাঁদার হিসাবে জমা করা হইবে।

১৮। **বাৎসরিক হিসাব বিবরণী।**—(১) প্রত্যেক বৎসর সমাপ্ত হইবার পর, যথাশীঘ্র সম্ভব, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য-সচিব প্রত্যেক চাঁদাদাতাকে হিসাব বিবরণীর কপি প্রেরণ করিবেন অথবা ই-মেইলে প্রেরণ করিবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন প্রদত্ত হিসাব বিবরণীতে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখ থাকিবে, যথা:-

(ক) বৎসরের প্রথম দিনের প্রারম্ভিক জের;

(খ) সমগ্র বৎসরে জমাকৃত ও উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ; এবং

(গ) ৩০ জুন তারিখে মুনাফা ও বিনিয়োগ বাবদ জমার পরিমাণ এবং উক্ত তারিখে সমাপনী জের।

(৩) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত হিসাব বিবরণীর সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি সংবলিত একটি অনুসন্ধানপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে, যথা:-

(ক) চাঁদাদাতা মনোনয়নপত্র দাখিল করিয়াছেন কিনা অথবা ইতঃপূর্বে দাখিলকৃত মনোনয়নপত্রে কোনো পরিবর্তন করিতে আগ্রহী কিনা; এবং

(খ) পরিবারের অবর্তমানে ভিন্ন কোনো ব্যক্তিকে মনোনয়নের পরবর্তীতে তাহার কোনো পরিবার হইয়াছে কিনা।

(৪) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত হিসাব বিবরণীতে কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলে চাঁদাদাতা তাৎক্ষণিকভাবে উহা ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য-সচিব এর দৃষ্টিগোচরে আনিবেন এবং ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য-সচিব বিষয়টি পরীক্ষান্তে প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১৯। **তহবিলে জমাকৃত অর্থ প্রদান, ইত্যাদি।**—(১) প্রবিধান ২০ এর অধীন কর্তনকৃত অর্থ, যদি থাকে, ব্যতীত, তহবিলে চাঁদাদাতার উভয় হিসাবে জমাকৃত অবশিষ্ট অর্থ প্রদানযোগ্য হইলে চাঁদাদাতা বা তাহার মনোনীত ব্যক্তিকে উক্ত জমাকৃত অর্থ গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষ লিখিতভাবে জানাইবে।

(২) কোনো কর্মচারী অথবা তাহার পরিবার অথবা তাহার মনোনীত বা তাহার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি ট্রাস্টি বোর্ডের নিকট উক্ত অর্থ পরিশোধের আবেদন করিলে, ট্রাস্টি বোর্ড উক্ত আবেদন বিবেচনা করিয়া কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন গ্রহণপূর্বক তাহার প্রাপ্য অর্থ অনুমোদন করিবে এবং চেয়ারম্যানকে লিখিতভাবে অবহিত করিয়া ট্রাস্টি বোর্ড আবেদনকারীকে উহা পরিশোধ করিবে।

(৩) কোনো চাঁদাদাতা চাকরি পরিত্যাগ করিলে, অবসর উত্তর ছুটিতে (পিআরএল) গমন করিলে, ছুটিতে থাকাকালীন অবসর উত্তর ছুটিতে গমন করিলে, ছুটিতে থাকাকালীন অবসর গ্রহণের অনুমতি পাইলে বা কোনো উপযুক্ত চিকিৎসক কর্তৃক চাকরির অযোগ্য ঘোষিত হইলে, এই প্রবিধানমালার অধীন কোনো অর্থ কর্তনযোগ্য হইলে উহা ব্যতীত, তহবিলে জমাকৃত সমুদয় অর্থ সংশ্লিষ্ট চাঁদাদাতাকে প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, জমাকৃত অর্থ প্রাপ্তির পর চাঁদাদাতা পুনর্বহাল বা পুনঃনিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া ৫২ (বায়ান্ন) বৎসর বয়সের মধ্যে পুনরায় চাকরিতে ফিরিয়া আসিলে, তাহাকে উত্তোলিত সমুদয় অর্থ মুনাফাসহ, কর্তৃপক্ষের নির্দেশিত উপায়ে তহবিলে ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

(৪) চাঁদাদাতার পরিবার থাকিলে এবং তহবিলে জমাকৃত অর্থ প্রদানযোগ্য হইবার পূর্বে বা প্রদানযোগ্য হইলেও প্রাপ্তির পূর্বে তাহার মৃত্যু হইলে,

(ক) পরিবারের কোনো সদস্য বা সদস্যবর্গের অনুকূলে মনোনয়ন প্রদান করিয়া থাকিলে এবং উক্ত মনোনয়ন বলবৎ থাকিলে, মনোনয়নের শর্ত মোতাবেক, জমাকৃত সমুদয় অর্থ উক্ত মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বণ্টন করিতে হইবে;

(খ) পরিবারের কোনো সদস্য বা সদস্যবর্গের অনুকূলে কোনো মনোনয়ন প্রদান করা না থাকিলে বা মনোনয়ন থাকা সত্ত্বেও উহা অবৈধ হইলে বা উহা অকার্যকর হইলে পরিবারের সদস্য ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের অনুকূলে মনোনয়ন থাকা সত্ত্বেও তহবিলে জমাকৃত সমুদয় অর্থ পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সমহারে বণ্টন করিতে হইবে; এবং

(গ) তহবিলে জমাকৃত অর্থের অংশবিশেষের জন্য মনোনয়ন প্রদান করিয়া থাকিলে, জমাকৃত অর্থের যে অংশের জন্য মনোনয়ন নাই উক্ত অংশ পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সমহারে বণ্টন করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, পরিবারের অন্য কোনো সদস্য থাকিলে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলের জমা হইতে কোনো অংশ প্রাপ্য হইবেন না, যথা:-

(অ) ২৫ বৎসরের বেশি বয়স্ক সন্তান, যিনি শারীরিক বা মানসিকভাবে অক্ষম নন;

(আ) মৃত পুত্রের ২৫ বৎসরের বেশি সন্তান, যিনি শারীরিক বা মানসিকভাবে অক্ষম নন;

(ই) বিবাহিত কন্যা, যাহার স্বামী জীবিত এবং যিনি স্বামীর ভরণপোষণ হইতে বঞ্চিত নন; এবং

(ঈ) মৃত ব্যক্তির মৃত পুত্রের বিবাহিতা কন্যা যাহার স্বামী জীবিত এবং যিনি স্বামীর ভরণপোষণ হইতে বঞ্চিত নন।

ব্যাখ্যা।- মৃত পুত্রের সন্তান বা সন্তানগণ জীবিত থাকিলে যে অংশ প্রাপ্য হইতেন কেবল ঐ পরিমাণ অংশই তাহারা সকলে সমহারে প্রাপ্য হইবেন।

(৫) চাঁদাদাতার কোনো পরিবার না থাকিলে এবং মনোনয়ন প্রদান করিয়া থাকিলে, তহবিলে জমাকৃত অর্থ বা জমাকৃত অর্থের যে অংশের জন্য মনোনয়ন দেওয়া হইয়াছে, উক্ত অংশ মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের অনুকূলে প্রদেয় হইবে।

(৬) চাঁদাদাতার কোনো পরিবার না থাকিলে বা তিনি কোনো মনোনয়ন প্রদান না করিলে বা তহবিলের জমাকৃত অর্থের অংশ বিশেষের জন্য কোনো মনোনয়ন প্রদান করিলে, তহবিলে জমাকৃত সমুদয় অর্থ বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, যে অংশের জন্য মনোনয়ন প্রদান করা হয় নাই, ঐ অংশের অর্থ নির্ভরশীল ব্যক্তিবর্গের অনুকূলে প্রদেয় হইবে।

২০। **কর্তন**।—কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তহবিলের অর্থ চাঁদাদাতাকে প্রদানের সময় উক্ত অর্থ হইতে প্রবিধান ১১ এর বিধান অনুসারে তহবিলে কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত অনুদানের অর্থ ও উহার মুনাফার পরিমাণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে নহে এইরূপ অর্থ নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে ও পরিমাণে কর্তনপূর্বক কর্তৃপক্ষের অনুকূলে নেওয়া যাইবে, যথা:-

(ক) গুরুতর অসদাচারণের জন্য চাকরিচ্যুত হইলে, যে কোনো পরিমাণ অর্থ :

তবে শর্ত থাকে যে, চাকরিচ্যুতির আদেশ পরবর্তীতে বাতিল হইলে এবং চাকরিতে পুনর্বহাল হইলে, কর্তনকৃত অর্থ পুনরায় সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর তহবিলে জমা প্রদান করিতে হইবে;

(খ) বার্ধক্যের কারণে অথবা যথাযথ মেডিকেল বোর্ড কর্তৃক অক্ষম ঘোষিত হইয়া চাকরি হইতে পদত্যাগের ক্ষেত্র ব্যতীত, চাকরিতে নিয়োগের ৫ (পাঁচ) বৎসরের মধ্যে পদত্যাগ করিলে, যে কোনো পরিমাণ অর্থ;

(গ) চাঁদাদাতার কারণে কর্তৃপক্ষের উপর যে কোনো দায় বর্তাইলে, যে কোনো পরিমাণ অর্থ।

পঞ্চম অধ্যায়

আনুতোষিক তহবিল

২১। **আনুতোষিক তহবিলে জমা**।—কর্তৃপক্ষ প্রতি বৎসর ৩০ জুন তারিখে প্রাপ্য সংশ্লিষ্ট সকল কর্মচারীর ২ (দুই) মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ পরবর্তী বৎসরের ৩০ জুন তারিখের মধ্যে আনুতোষিক তহবিলে জমা প্রদান করিবে।

২২। **আনুতোষিক প্রাপ্তির যোগ্যতা ও পরিশোধ**।—(১) নিম্নবর্ণিত যে কোনো কর্মচারী আনুতোষিক পাইবেন, যথা:-

(ক) যিনি কর্তৃপক্ষে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর অব্যাহতভাবে চাকরি করিয়াছেন এবং শাস্তিস্বরূপ চাকরি হইতে বরখাস্ত, পদচ্যুত বা অপসারিত হন নাই;

(খ) যিনি কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে চাকরি হইতে পদত্যাগ বা চাকরি ত্যাগ করেন নাই; এবং

(গ) ৫ (পাঁচ) বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে নিম্নরূপ কোনো কারণে যে কর্মচারীর চাকরি অবসান হইয়াছে, যথা:-

(অ) তিনি যে পদে নিযুক্ত রহিয়াছেন সেই পদ বিলুপ্ত হইয়াছে অথবা পদসংখ্যা হ্রাসের কারণে তিনি চাকরি হইতে ছাঁটাই হইয়াছেন;

(আ) সম্পূর্ণ বা আংশিক অসমর্থতার কারণে তাহাকে চাকরি হইতে বরখাস্ত বা অপসারণ করা হইয়াছে; অথবা

(ই) চাকরিরত থাকাকালে তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন।

(২) কোনো কর্মচারীকে তাহার চাকরির প্রত্যেক পূর্ণ বৎসর বা ৬ (ছয়) মাস বা তার বেশি কোনো সময়ের জন্য ২ (দুই) মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ হারে আনুতোষিক প্রদান করা হইবে।

(৩) সর্বশেষ গৃহীত মাসিক বেতন আনুতোষিক গণনার মূল ভিত্তি হইবে।

২৩। **আনুতোষিক তহবিলের জন্য মনোনয়ন**।—(১) কোনো কর্মচারীর মৃত্যুর কারণে আনুতোষিক প্রাপ্য হইলে যাহাতে তাহার মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ উহা পাইবার অধিকারী হন তজ্জন্য প্রত্যেক কর্মচারী ফরম-৪ মোতাবেক এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করিবেন।

(২) কোনো কর্মচারী উপ-প্রবিধান (১) অনুযায়ী একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করিলে, তাহার মনোনয়নপত্রে তাহাদিগকে প্রদেয় অংশ এইরূপ উল্লেখ করিবেন যেন আনুতোষিকের সম্পূর্ণ টাকা উহাতে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং এইরূপ উল্লেখ করা না হইলে টাকার পরিমাণ সমান অংশে ভাগ করা হইবে।

(৩) কোনো কর্মচারী যে কোনো সময় ফরম-৫ অনুসারে নোটিশ দ্বারা উক্ত মনোনয়নপত্র বাতিল করিতে পারিবেন এবং উক্ত নোটিশের সহিত উপ-প্রবিধান (১) ও (২) এর বিধান অনুসারে একটি নূতন মনোনয়নপত্র দাখিল করিবেন।

(৪) কোনো মনোনয়নপত্র না থাকিলে কর্মচারীর মৃত্যুর পর তাহার আনুতোষিকের অর্থ উত্তরাধিকার প্রমাণপত্রের ভিত্তিতে তাহার বৈধ উত্তরাধিকারীদের প্রদান করিতে হইবে।

২৪। **আনুতোষিক অনুমোদন ও পরিশোধ**।—কোনো কর্মচারী অথবা তাহার মনোনীত ব্যক্তি ট্রাস্টি বোর্ডের নিকট আনুতোষিক পরিশোধের আবেদন করিলে, ট্রাস্টি বোর্ড উক্ত আবেদন বিবেচনা করিয়া আবেদনকারীকে আনুতোষিক পাইবার যোগ্য বলিয়া মনে করিলে পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক তাহার প্রাপ্যতা অনুযায়ী আনুতোষিক অনুমোদন করিবে এবং পরিচালনা পর্ষদকে লিখিতভাবে অবহিত করিয়া ট্রাস্টি বোর্ড আবেদনকারীকে আনুতোষিকের অর্থ পরিশোধ করিবে।

২৫। **আনুতোষিক হইতে কর্তৃপক্ষের পাওনা সমন্বয়**।—যেক্ষেত্রে কোনো কর্মচারীর নিকট কর্তৃপক্ষের কোনো দেনা থাকে সেইক্ষেত্রে উক্ত কর্মচারীর আনুতোষিক বা উহার কোনো অংশ হইতে যাহা উক্ত দেনা পরিশোধের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়, সেই পরিমাণ অর্থ কর্তন করিয়া সমন্বয় করা যাইবে।

২৬। **আনুতোষিক হস্তান্তরযোগ্য নয়**।- কোনো কর্মচারী বা তৎকর্তৃক মনোনীত কোনো প্রতিনিধি তহবিল বা তহবিলের অংশ বিশেষ বন্ধক বা হস্তান্তর করিতে পারিবেন না, এইরূপ বন্ধক বা হস্তান্তর করা হইলে উহা আনুতোষিক তহবিলের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিবিধ

২৭। **অস্পষ্টতা বা অসুবিধা দূরীকরণ**।—তহবিল সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে এই প্রবিধানমালায় পর্যাপ্ত বিধান না থাকিলে, উক্ত বিষয়ে অর্থ বিভাগের মতামত গ্রহণ করিতে হইবে।

২৮। **তহবিল ও অগ্রিম ব্যবস্থাপনা**।—কর্তৃপক্ষ তহবিল ও অগ্রিম ব্যবস্থাপনার জন্য Management Information System এর আওতায় কার্যক্রম গ্রহণ করিবে এবং উহাতে পরিচালনা পর্ষদের নির্দেশনা অনুযায়ী তথ্য সংরক্ষণ এবং অন্যান্য বিষয়ের উল্লেখ থাকিবে।

ফরম-১

[প্রবিধান ১৫ এর উপ-প্রবিধান (১) দ্রষ্টব্য]

অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলের হিসাবে জমাকৃত অর্থ প্রাপ্তির জন্য মনোনয়নপত্র

অংশ-ক

পরিবারের এক বা একাধিক সদস্যকে মনোনয়ন দান

অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে আমার হিসাবে জমাকৃত অর্থ পরিশোধ হইবার পূর্বে, অথবা উহা পরিশোধযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও পরিশোধিত না হইবার পূর্বে আমার মৃত্যুর ক্ষেত্রে উক্ত অর্থ গ্রহণের জন্য আমি এতদ্দ্বারা আমার পরিবারের নিম্নবর্ণিত সদস্য বা সদস্যগণকে মনোনয়ন প্রদান করিলাম, যথা:-

ক্রমিক নং	মনোনীত সদস্য/সদস্যগণের নাম ও ঠিকানা	চাঁদা দাতার সহিত সম্পর্ক	বয়স	মনোনীত ব্যক্তি একাধিক হইলে প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশের পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১।				
২।				
৩।				

দুইজন সাক্ষীর নাম, স্বাক্ষর, পদবি ও ঠিকানা:

১।

২।

চাঁদা দাতার স্বাক্ষর

পূর্ণ নাম:

পদবি:

তারিখ:

অংশ-খ

পরিবার না থাকিলে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন দান

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কর্মচারী) অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল ও আনুতোষিক তহবিল প্রবিধানমালা, ২০২৪ এর প্রবিধান ২ এর দফা (ঢ)-তে প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী আমার কোনো পরিবার নাই। অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে আমার হিসাবে জমাকৃত অর্থ পরিশোধযোগ্য হইবার পূর্বে, অথবা উহা পরিশোধযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও পরিশোধিত না হইবার পূর্বে, আমার মৃত্যুর ক্ষেত্রে উক্ত অর্থ গ্রহণের জন্য আমি এতদ্দ্বারা নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে মনোনয়ন প্রদান করিলাম, যথা:-

ক্রমিক নং	মনোনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণের নাম ও ঠিকানা	চাঁদাদাতার সহিত সম্পর্ক	বয়স	মনোনীত ব্যক্তি একাধিক হইলে প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশের পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১।				
২।				
৩।				

দুইজন সাক্ষীর নাম, স্বাক্ষর, পদবি ও ঠিকানা:

১।

২।

চাঁদাদাতার স্বাক্ষর

পূর্ণ নাম:

পদবি:

তারিখ:

ফরম-২

[প্রবিধান ১৫ এর উপ-প্রবিধান (৩) দ্রষ্টব্য]

অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে মনোনয়ন বাতিলের নোটিশ

আমার ক্ষমতার কোনো প্রকার পক্ষপাতিত্ব না করিয়া টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কর্মচারী) অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল ও আনুতোষিক তহবিল প্রবিধানমালা, ২০২৪ এর বিধান অনুসারে আমার পরিবার হওয়ায়/উপযুক্ত কারণ থাকায় ইতঃপূর্বে আমি .....তারিখে যে মনোনয়ন প্রদান করিয়াছিলাম তাহা এতদ্দ্বারা বাতিল করিলাম।

দুই জন সাক্ষীর নাম, স্বাক্ষর, পদবি ও ঠিকানা: চাঁদাদাতার স্বাক্ষর:

১। পূর্ণ নাম:

পদবি:

২। তারিখ:

ফরম-৩

[প্রবিধান ১৬ এর উপ-প্রবিধান (৩) দ্রষ্টব্য]

অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলের হিসাব হইতে অগ্রিম উত্তোলনের আবেদন ফরম

প্রাপক:

.....

.....

.....

বিষয়: অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলের হিসাব হইতে অগ্রিম (ফেরতযোগ্য/অফেরতযোগ্য) গ্রহণের আবেদন।

মহোদয়,

অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে আমার হিসাবে (নং----------) জমাকৃত অর্থ হইতে ---------- টাকা অগ্রিম উত্তোলনের মঞ্জুরি প্রদানের জন্য সবিনয় অনুরোধ করিতেছি।

আমি নিম্নবর্ণিত প্রশ্নাবলির প্রতিটির সঠিক উত্তর প্রদান করিয়াছি।

আপনার অনুগত

চাঁদাদাতার স্বাক্ষর

তারিখ:

পূর্ণ নাম:

পদবি:

প্রশ্নাবলি

ক্রমিক নং	প্রশ্নাবলি	জবাব
(১)	(২)	(৩)
১।	বিগত ৩০ জুন তারিখে অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলের হিসাবে জমাকৃত টাকার পরিমাণ: (অর্থ ও হিসাব উইং কর্তৃক প্রদত্ত সর্বশেষ হিসাবের স্লিপ সংযুক্ত করিতে হইবে, যাহা প্রয়োজনীয় পরীক্ষান্তে ফেরতযোগ্য)	
২।	কী কারণে অগ্রিম উত্তোলন করিতে ইচ্ছুক: (একাধিক কারণ থাকিলে উহা পৃথকভাবে বর্ণনা করিতে হইবে)	
৩।	মূল বেতন (বেতনক্রমসহ)	
৪।	পূর্বে কোনো অগ্রিম গ্রহণ করিয়া থাকিলে উহার বিবরণ: (ক) গৃহীত অগ্রিম কখন সুদসহ সম্পূর্ণ কিস্তিতে পরিশোধিত হইয়াছে- (খ) গৃহীত অগ্রিম সম্পূর্ণ পরিশোধিত না হইলে কত কিস্তি বাকি রহিয়াছে-	
৫।	প্রার্থিত অগ্রিমের পরিমাণ:	
৬।	প্রার্থিত অগ্রিম তহবিলের হিসাবে জমাকৃত টাকা মুনাফাসহ কিনা:	
৭।	কত কিস্তিতে (মুনাফাসহ) অগ্রিম পরিশোধ করিতে ইচ্ছুক:	
৮।	জন্ম তারিখ:	
৯।	কর্মকর্তার সুপারিশ:	

স্বাক্ষর:

পদবি:

সিল:

ফরম-৪

[প্রবিধান ২৩ এর উপ-প্রবিধান (১) দ্রষ্টব্য]

আনুতোষিকের অর্থ প্রাপ্তির মনোনয়নপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কর্মচারী) অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল ও আনুতোষিক তহবিল প্রবিধানমালা, ২০২৪ এর বিধান অনুযায়ী আমার প্রাপ্য আনুতোষিকের অর্থ পরিশোধযোগ্য হইবার পূর্বে, অথবা উহা পরিশোধযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও পরিশোধিত না হইবার পূর্বে, আমার মৃত্যুর ক্ষেত্রে উক্ত অর্থ গ্রহণের জন্য আমি এতদ্দ্বারা নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে মনোনয়ন প্রদান করিলাম, যথা:-

ক্রমিক নং	মনোনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণের নাম ও ঠিকানা	চাঁদাদাতার সহিত সম্পর্ক	বয়স	মনোনীত ব্যক্তি একাধিক হইলে প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশের পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১।				
২।				
৩।				

দুই জন সাক্ষীর নাম, স্বাক্ষর, পদবি ও ঠিকানা:

১।

২।

স্বাক্ষর:

পূর্ণ নাম:

পদবি:

তারিখ:

ফরম-৫

[প্রবিধান ২৩ এর উপ-প্রবিধান (৩) দ্রষ্টব্য]

আনুতোষিক তহবিলের অর্থ প্রাপ্তির মনোনয়ন বাতিলের নোটিশ

আমার ক্ষমতার কোনো প্রকার পক্ষপাতিত্ব না করিয়া টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কর্মচারী) অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল ও আনুতোষিক তহবিল প্রবিধানমালা, ২০২৪ এর বিধান অনুসারে উপযুক্ত কারণ থাকায় আমি ---------- তারিখে আমার আনুতোষিক তহবিলের অর্থ প্রাপ্তির জন্য যে মনোনয়ন প্রদান করিয়াছিলাম তাহা এতদ্দ্বারা বাতিল করিলাম।

এতদ্‌সঙ্গে আমি একটি নূতন মনোনয়ন দাখিল করিলাম।

সংযুক্তি: নূতন মনোনয়নপত্র।

দুই জন সাক্ষীর নাম, স্বাক্ষর, পদবি ও ঠিকানা:

১।

২।

স্বাক্ষর:

পূর্ণ নাম:

পদবি:

তারিখ:

টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে

(.....)।

মুনীরা সুলতানা এনডিসি
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)
টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা)
বিদ্যুৎ বিভাগ।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব) বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd